① India relationship with china:—

ভূমিকা:— চীন-ভারত সম্পর্ক, চীন-ভারত সম্পর্ক বা ইন্দো-চীনা সম্পর্ক নামেও পরিচিত, এটি গনপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং ভারতের প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বোঝায়। যদিও সম্পর্ক আন্তরিক ছিল, তবুও সীমান্ত বিরোধ এবং উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যেগুলি মাঝে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ১৯৫০-এর দশকে যখন চীন প্রজাতন্ত্রের মত চীন প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শেষ করে এবং মেনল্যান্ড চীন-এর বৈধ সরকার হিসেবে ~~PERC কে~~ PRC-কে স্বীকৃতি দেয়, তখন আধুনিক সম্পর্ক শুরু হয়। চীন এবং ভারত দুটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনবহুল দেশ এবং দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতি। কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তাৎপর্য বৃদ্ধি করেছে।

চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকে। সিল্ক রোডটি ভারত ও চীনের মধ্যেকার একটি প্রধান বাণিজ্যিক রুট হিসেবে কাজ করেনি, তবে এটি বৌদ্ধধর্মকে ভারত থেকে পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার পক্ষেও কৃতজ্ঞ। ১৯ শতকের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে চীনের ~~এক~~ ক্রমবর্ধমান আফিম বাণিজ্য প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সূচনা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারত ও চীন উভয় সাম্রাজ্য জাপানের অগ্রগতি রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

~~সম্প্র~~ সাম্প্রতিক চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক সীমান্ত বিরোধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ফলে তিনটি সামরিক সংঘর্ষ হয়েছে — ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালে চো লা ঘটনা এবং ১৯৮৭ সালের সিনো-ভারতীয় সংঘর্ষ। ২০১৭ সালের প্রথম দিকে, বিতর্কিত সিনো-ভুটান সীমান্তে দোকলাম মালভূমিতে দুটি দেশ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তবে, ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে উভয় দেশ সফলভাবে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করেছে। ২০০৮ সালে, চীন ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হয়ে ওঠে। এবং উভয় দেশ তাদের কৌশলগত

সামরিক সম্পর্ক বাড়িয়েছে। বানিজ্য ও বানিজ্য ব্যতীত পারস্পরিক স্বার্থের অন্য কিছু অংশে চীন ও ভারত দেশটিতে সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় ~~[illegible]~~ পররাষ্ট্র নীতির একজন পন্ডিত রেজাউল করিম লস্কর-এর ভাষায় "বর্তমানে, উভয় দেশ সাধারণ আগ্রহের উদ্বেগের বানিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা করছে।

অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ভারত ও PRC সমাধান করার জন্য বিভিন্ন বাধা রয়েছে। চীন কিছু পক্ষে ভারত বানিজ্য ভারসাম্যহীনতার মুখোমুখি হচ্ছে। উভয় দেশ তাদের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় গনমাধ্যমের আউটলেটগুলি বারবার চীনা সেনা অনুপ্রবেশের ভারতীয় ভূখন্ডে রিপোর্ট করেছে। উভয় দেশ সীমান্ত এলাকা বরাবর সামরিক অবকাঠামো স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উপরন্তু, ভারত পাকিস্তানের সাথে চীনের শক্তিশালী কৌশলগত দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন, চীন বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

২০১২ সালের জুন মাসে, চীন তার অবস্থানে বলেছিল যে "চীন-ভারতীয় সম্পর্ক" শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব হতে পারে। তেই মাসে ওয়েন জিয়াবাও ও মনমোহন সিংয়ের উভয় মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য বৃদ্ধি করতে ২০১৫ সালের মধ্যে দুই দেশের মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য রাখেন।

চীন ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য ২০১৭-২০১৮ সালে ৮৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, বানিজ্য ঘাটতি চীনের পক্ষে ৬২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যের পরিমান ৮৪.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই চিত্রটি ভারত ও হংকং-য়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় যা ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

২০১৪ সালের বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস পোলের মতে, ৩৩% ভারতীয়রা ইতিবাচকভাবে চীনকে দেখেছেন, ৩৫% নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, আর ২৭% চীনা নাগরিকেরা ইতিবাচকভাবে ভারতকে দেখেছেন, ৩৫% নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। ২০১৪ সালের জরিপে দেখা গেছে যে ৭২% ভারতীয় পিউ রিসার্চ সেন্টারে দেখা গেছে যে, চীন ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধগুলি সামরিক সংঘর্ষের কারণ হতে পারে।

২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদিকে-র পর, নতুন দিল্লির সফরকালে চীনের জনপ্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সর্বোচ্চস্থানীয় বিশ্বের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দক্ষিণ চীন সাগর বাদ্যতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, আবারো শুরু হয়েছিল যে ভারতীয় সম্পর্ক ও গণমাধ্যম থেকে সন্দেহের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলি।

ভৌগোলিক পরিস্থিতি:— চীন ও ভারত হিমালয় দ্বারা পৃথক করা হয়।

চীন ও ভারত আজ নেপাল ও ভুটানের সীমানা বাফার রাজ্য হিসাবে কাজ করছে। ভারত দ্বারা দাবি করা বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চলের অংশগুলি পাকিস্তান কাশ্মীর বা পিআরসি দ্বারা পরিচালনা করে। পাকিস্তান সরকার তার মানচিত্রে আকসাই চীন এলাকাটি চীনের মধ্যে বেশিরভাগ দেখায় এবং সীমান্তকে "অনির্ধারিত" বলে মনে করে, যখন ভারত দাবি রাখে যে আকসাই চীন অবৈধভাবে পিআরসি দখল করেছে।

চীন ও ভারতও অরুণাচল প্রদেশের বেশিরভাগ বিরোধিতা করে। উভয় দেশ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ লাইন সম্মান সম্মত হয়েছে। চীন ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রথম রেকর্ড দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিভিন্নতে লেখা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রথম শতাব্দীর দিকে ভারত ও চীন থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সিল্ক রোডের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্ক দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ হিসাবে কাজ করে।

বৌদ্ধধর্মের সংক্রমণের আগে চীন ও ভারতের কিছু যোগাযোগ ছিল। চিনস নামে পরিচিত ব্যক্তিদের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত "চীন" -এর প্রসঙ্গে রয়েছে, যা হয়তো কিছু রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছে যা পরবর্তীকালে

পরিণত রাজবংশ হয়ে উঠেছিল। চাণক্য মৌর্য সাম্রাজ্যের
~~প্রধানমন্ত্রী~~ প্রধানমন্ত্রীর অর্থশাস্ত্রের "চিনামাংশুক" এবং "চিনপট্ট" হিসাবে চীনা রেশমকে বোঝায়।

গ্র্যান্ড ইতিহাসবিদ, ঝাং কিয়ান এবং সিমা কিয়ান এর রেকর্ডগুলি "শেন্দু"-র উল্লেখ করে, যা সিন্ধু উপত্যকার উল্লেখ করে থাকতে পারে। মূলত সংস্কৃত ভাষায় "সিন্ধু" নামে পরিচিত। প্রথম শতকীতে হান রাজবংশের সাথে ইউনানওয়াস সংযুক্ত হওয়ার পর চীনা কর্তৃপক্ষ সেখানে বসবাসকারী একটি ভারতীয় "শেন্দু" সম্প্রদায়ের খবর দেয়।

□ স্বাধীনতার পরবর্তীকাল :— ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর পিপলস লিবারেশন আর্মি কুওমিনতাং কে পরাজিত করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারত সংবিধান প্রণয়নের পর ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কার্যকর হয় এবং ~~এটি~~ একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠে।

"পুনরুজ্জীবিত এশিয়া", এশিয়ার দুই বৃহত্তম রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বের উপর পঞ্চশীলের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে; নীতির তার দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বিদেশী চীন দ্বারা ভাগ করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। নেহেরু যখন হতাশ হয়েছিলেন তখন উভয় দেশই তিব্বতে প্রভাবের ~~ও~~ দ্বন্দ্ব নিয়েছিল, যা ঐতিহ্যগতভাবে বাফার জোন হিসেবে কাজ করেছিল এবং ভারত ~~গণপ্রজাতন্ত্রী~~ বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে এটি তিব্বতে অধিকার লাভ করেছে।

১৯৬০:

সিনো-ভারতীয় যুদ্ধ :— সীমান্ত বিরোধের ফলে ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও ভারতের মধ্যে একটি ছোট সীমান্ত যুদ্ধ ~~হয়~~ সংঘটিত হয়। সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে ভারত পরাজিত হয়, কারণ পিআরসি ভারতীয় বাহিনীকে চল্লিশ কিলোমিটার ভেতরে আসাম সমভূমি। ২১ শে নভেম্বর একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার আগে লাদাখের আকসাই চিন এবং নেফা অঞ্চলের কৌশলগত বিষয়ও দখল করে নিয়েছে। এটি দাবী করে যে এটি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতামূলক লাইনের পিছনে

২০ কিলোমিটার দূরে চলে গেছে। ভারত এই দাবী নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

সিন্ধু-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারতীয় সরকার দ্বারা পিআরসি-পন্থি হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তার বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। তারপরে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বামপন্থী বিভাগের ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বিভক্ত গঠন করে। সিপিআই বিভক্ত হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু মাও জেডং এর রাজনৈতিক লাইনকে পুরোপুরি আলিঙ্গন করেনি।

১৯৬০-র দশকের প্রথম দিকে এবং ১৯৭০-র দশকের প্রথমদিকে পিআরসি ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল এবং চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নত হয়েছিল এবং চীন সোভিয়েত সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পিআরসি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে, ভারতের সাথে দাবি করা অঞ্চল জুড়ে একটি সমস্ত আবহাওয়ার রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। এটি পিআরসি-র জিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের সাথে যুক্ত ছিল। ভারত এর প্রতিবাদ করে আর কিছুই করতে পারেনি।